SEM-III, (General), MIL

M K Chatun

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮ - ১৯২৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। বাড়িতে বসে বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি পারিবারিক ও গার্হস্থ্য বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাস' (১৮৯০), 'অর্ঘ্য' (১৯০২)। তাঁর কবিতায় তাঁর বৈধব্যজীবন ও পরলোকগত স্বামীর কথা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন ও পুত্রকন্যাদের কথাই তাঁর কবিতার মূল সুর।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে 'অশ্রুকণা' শোককাব্য হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই কাব্যে স্বামীবিয়োগবিধুরা পত্নীর শোকের প্রকাশ ঘটেছে, প্রণয়ের উৎকৃষ্ট কাব্য হিসাবেও একে গ্রহণ করা চলে। গিরীন্দ্রমোহিনী প্রেমের আত্মশায়িত রূপের বন্দনা করেছেন। প্রেমের মধ্যে যে সর্বত্যাগী, সংস্কারোত্তীর্ণ, পবিত্র আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, কবি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। 'অশ্রু' কবিতাটিতে কবির প্রেমাদর্শের সুন্দর প্রকাশ লক্ষ করা যায়—

"ওরে প্রিয় অশ্রুধার,
প্রণয়-প্রবাহ চির সঙ্গিনী আমার!
পবিত্র প্রণয় দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে।"

প্রিয়তমের (স্বামীর) স্মৃতির উদ্দেশে কবি যে স্মৃতি-তর্পণ করেছেন, তাই প্রেমের উপচার। কবি এখানেই ক্ষান্ত হন নি। অর্ঘ্য কাব্যে প্রেমের চলচ্চিত্ততা, রূপমোহ ও হৃদয়াবেগের সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'প্রভেদ' কবিতায় কবি বলেছেন —

"আমি ভালোবাসি চিত্ত তোমারি, —
তুচ্ছ তাহাতে অহর্নিশ,
তুমি ভালোবাস রূপগৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষ পেলব,
বিম্ব বরন অধর পল্লব, "
নয়নের সুধামাখা হাসি,

'বেলা যায়' কবিতায় প্রেমিকের বিরহখিন্না দয়িত-ব্যাকুলা রূপটি চমৎকার ফুটেছে।

"ওগো ছেড়ে দাও পথ একবার মত
লইয়া আকুল বিনতি;
আমি করিয়া শপথ বাহি দূরপথ
বহি বিরহের বেসাতি। ....."

কবির শোকোচ্ছ্বাস সংকীর্ণ ও ব্যক্তিগত নয়, তা ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করেছে। অনাড়ম্বর মর্মস্পর্শী অনুভবের শোকগাথা হিসেবে বাংলা কাব্যসংসারে 'অশ্রুকণা' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিষাদের সূচনা থেকে অন্তহীন ধূসর জীবনপথ যাত্রায় খুঁটিনাটি ছবি কবি এঁকেছেন এবং কবিতার মধ্যে যে আর্ত বেদনার সুর শোনা যায় তা পাঠকের মনকে বিদ্ধ করে। জীবনের একটু একটু করে অপচয়ের মধ্য দিয়ে যে বেদনারস উৎসারিত হয়েছে, কবি তা অনুপম বর্ণনায় তা চিত্রিত করেছেন। শোককে ব্যক্তিসীমার উত্তীর্ণ রূপ দিয়েছেন। 'ভস্ম' কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন —

"একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী!"

কবি তাঁর কবিতায় যে বেদনার ছবি এঁকেছেন তাতে গভীরতা আছে, উচ্ছ্বাস নেই; আন্তরিকতা আছে, আড়ম্বর নেই। অন্তহীন পথে বেদনাবিদ্ধ চরণে কবির যাত্রাপথের যেন কোনো আশ্রয় নেই।

পরবর্তী কাব্য 'আভাষে'ও এই ব্যাকুল বেদনারই সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে কবি ব্যাকুল জিজ্ঞাসার অন্তে প্রশান্তি লাভের প্রয়াস করেছেন। বেদনাময় সুরেই কবি তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন —

"বসে ওই মেঘের 'পারে সাধ করে সই যাইলো ভেসে
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথায় যাই সে দেশে!"

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহিলা কবি হিসেবে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রশংসার দাবি রাখে — একথা বলা যেতে পারে।